যুগান্তর

২৭/১২/২০০৫

তারিখ ... ...
পৃঃ ১০ কলাম ... ৮......

বাকৃবি ক্যাম্পাস বিস্ফোরণোন্মুখ প্রশাসন ও পুলিশ সতর্কাবস্থায়

মোঃ জাহেদুল আলম রুবেল, *বাকৃবি থেকে*

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। যে কোন সময় ঘটে যেতে পারে ছাত্রলীগ-ছাত্রদলের ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। সম্ভাব্য সংঘাত এড়াতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনসহ পুলিশবাহিনী প্রস্তুত রয়েছে।

রোববার ছাত্রদলের আহূত ধর্মঘটের কারণে দিনভর ক্যাম্পাস ছিল উত্তপ্ত। বিচ্ছিন্ন ঘটনায় ছাত্রদলের পাঁচজন নেতাকর্মী, শিক্ষক-কর্মচারীসহ আহত হয়েছে কমপক্ষে আটজন, ভাঙচুর হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বাস। ছাত্রদল ক্যাম্পাসে ধর্মঘট ডাকলেও ফাইনাল পরীক্ষা চলেছে বিনা বাধায়। খোলা ছিল কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি। ছাত্রছাত্রীরা আতঙ্কিত থাকায় ক্লাসে উপস্থিতি ছিল কম। তবে বিএনপি ও জামায়াতপন্থী শিক্ষকরা ক্লাস থেকে বিরত ছিলেন। প্রশাসন ভবনের কাজকর্ম ছিল স্বাভাবিক।

সকালে বিপ্লবের নেতৃত্বে ছাত্রদল ক্যাম্পাসে মিছিল বের করে পিকেটিং শুরু করলে ছাত্রলীগ সে খবর পেয়ে কামাল রঞ্জিত মার্কেটে মিছিলে হামলা চালালে ছাত্রদল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এ সময় কয়েক রাউন্ড গুলির শব্দও শোনা গেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়। ওই এলাকা থেকে ছাত্রদল নেতা বাবুলকে গুরুতর অবস্থায় ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৭ নং ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। এর আগে ছাত্রদল মিছিল নিয়ে মাৎস্য বিজ্ঞান অনুষদে পিকেটিং করার সময় ইটের আঘাতে দু'জন শিক্ষক সামান্য আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। ছাত্রলীগের ধাওয়া খেয়ে ছাত্রদলের ক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা কেওয়াটখালী এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বাস শহর অভিমুখে রওনা হলে বাসটিতে ব্যাপক ভাংচুর চালায়। বাসচালক আবদুল মান্নান আহত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসা কেন্দ্রে ভর্তি হন।

ছাত্রদল সাড়ে ৯টার দিকে আবার সংঘবদ্ধ হয়ে মিছিল নিয়ে টিএসসির দিকে এগুতে থাকলে ছাত্রলীগ টিএসসি এলাকায় অবস্থান করায় পুলিশ ছাত্রদলের মিছিলকে বাধা দিয়ে কামাল রঞ্জিত মার্কেটে পাঠিয়ে দেয়। ছাত্রলীগ আবার বিশাল মিছিল বের করে সাংবাদিক সমিতি কার্যালয়ের সামনে সমাবেশে মিলিত হয়। সমাবেশে ছাত্রলীগ নেতারা বলেন, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ছাত্রদলের বহিরাগত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করা না হলে দাঁতভাঙা জবাব দেয়া হবে। ছাত্রলীগের সমাবেশে বক্তব্য রাখেন নান্নু, হিমালয়, বুটন, বাতেন, ইমরান, জাহিদ, হাবিব প্রমুখ নেতা।

অপরদিকে কামাল রঞ্জিত মার্কেটে অনুষ্ঠিত ছাত্রদলের সমাবেশ থেকে নেতারা বলেন, ছাত্রলীগ ও প্রশাসন যৌথভাবে আমাদের বিরুদ্ধে নেমেছে; এর পরিণতি শুভ হবে না। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন হাসু, খালিদ, বিপ্লব, শফিক প্রমুখ। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য ক্যাম্পাসের উদ্ভূত পরিস্থিতিকে ক্ষমতালিপ্সু ছাত্র সংগঠন দু'টির শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নষ্ট করার প্রয়াস বলে উল্লেখ করে বিবৃতি দিয়েছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসার্স পরিষদ, কর্মচারী সমিতি, কর্মচারী পরিষদের নেতৃবৃন্দ জরুরি সভা ডেকে ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রশাসনকে সহযোগিতা করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। আওয়ামী সমর্থিত নীল দলের সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. আহসান বিন হাবিব বলেছেন, এই মুহূর্তে কাম্পাসে ধর্মঘট ডাকা অযৌক্তিক। বিপরীতে বিএনপি সমর্থিত সোনালী দলের সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. ইদ্রিস মিয়া বলেছেন, ন্যায়সঙ্গত কারণেই ছাত্রদল ক্যাম্পাসে ধর্মঘট ডেকেছে।